কিস্টোন রিয়েল্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড

বনাম

শ্রী অনিল ভি থার্থার এবং অন্যান্যরা

(২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ২৪৩৫)

০৩ রা ডিসেম্বর ,২০১৯

[ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং. অজয় রস্তোগি, বিচারপতিদ্বয়]

পরিবেশ আইন: ই.আই.এ.বিজ্ঞপ্তি – এস.ও.১৫৩৩ তারিখ ১৪.০৯.২০০৬– অনুচ্ছেদ ২– সম্প্রসারণ – আবাসিক পুনর্উন্নয়ন প্রকল্পের আপিলকারী প্রকল্পের প্রস্তাবক, প্রকল্প সম্পত্তিতে ভবন নির্মাণ শুরু করেছেন – নির্মাণ শুরুর সময়, মোট নির্মাণ এলাকা ছিল ৮৭২০.৩২০ বর্গমিটার – আপিলকারী প্রকল্পের পরিধি প্রসারিত করেছেন এবং নির্মাণ এলাকা ৩২,৩৯৫.১৭ বর্গমিটারে বৃদ্ধি করেছেন – ই.আই.এ.বিজ্ঞপ্তির অধীনে, যদি মোট নির্মাণ এলাকা ২০,০০০ বর্গমিটারের বেশি হয় এবং আপিলকারী ই.সি.-এর জন্য আবেদন করেন, তাহলে পরিবেশগত ছাড়পত্র (ই.সি.) প্রয়োজন ছিল – এস.ই.এ.সি.-এর সুপারিশে, এস.ই.আই.এ.এ.০২.০৫.২০১৩ তারিখে ই.সি.ম.ঞ্জুর করে – ২৪.০৯.২০১৩ তারিখের চিঠির মাধ্যমে, আপিলকারী পরিবেশ বিভাগকে অবহিত করে যে নির্মাণ আরও ৮০৮৫.৭১ বর্গমিটার বৃদ্ধি করা হয়েছে যার ফলে প্রকল্পের মোট নির্মাণ এলাকা ৪০,৪৮২.৮৮ বর্গমিটারে উন্নীত করা হয়েছে – ১৩.০৩.২০১৪ তারিখে, ০২.০৫.২০১৩ তারিখে ই.সি.-তে একটি সংশোধনী ম.ঞ্জুর করা হয়েছিল এই কারণে যে নির্মাণ ও নির্মাণ এলাকায় কেবলমাত্র সামান্য বৃদ্ধি ঘটেছে – প্রথম উত্তরদাতা কর্তৃক ১৩.০৩.২০১৪ তারিখে সংশোধিত ই.সি.ম.ঞ্জুরির বিরুদ্ধে বিরোধিতা – এন.জি.টি স্থির করেছে যে আপিলকারীর প্রকল্পের মোট নির্মাণ এলাকার বৃদ্ধি একটি সম্প্রসারণ ছিল ১৪.০৯.২০০৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তির অধীনে - এনজিটি আবিষ্কার করেছে যে আপিলকারী নির্ধারিত নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি অনুসরণ না করেই বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ২-এ বর্ণিত সম্প্রসারণ কাজ করেছেন এবং আপিলকারীকে সিপিসিবি-তে এক কোটি টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন - এছাড়াও, প্রকল্প স্থানে নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে উল্লেখ করে, এনজিটি আপিলকারীর সম্প্রসারিত প্রকল্পের প্রভাব অধ্যয়ন এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়ার জন্য পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করেছে - এনজিটির এই আদেশের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক আপিল বিরোধিতা করা হয়েছিল - স্থির হয়েছে:ই.আই.এ. বিজ্ঞপ্তির সম্পূর্ণ পরিকল্পনা হল নিশ্চিত করা

তফসিলের এন্ট্রি ৮(ক) এর নিম্ন সীমা হল ২০,০০০ বর্গমিটারের একটি নির্মিত এলাকা এবং সর্বোচ্চ সীমা হল ১,৫০,০০০ বর্গমিটার - নিঃসন্দেহে, ১,৫০,০০০ বর্গমিটারের একটি নির্মাণের পরিবেশগত প্রভাব ২০,০০০ বর্গমিটারের নির্মাণের চেয়ে মারাত্মকভাবে বেশি হবে - এটি বিতর্কিত নয় যে প্রকল্পের আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাবের পরিমাণও বৃদ্ধি পায় - এমন কিছু পরিস্থিতি থাকতে পারে যেখানে প্রকল্প প্রস্তাবকের দ্বারা চাওয়া সম্প্রসারণ সত্যিই প্রান্তিক বা এই ধরনের সম্প্রসারণের পরিবেশগত প্রভাব অস্তিত্বহীন - তবে, এই আদালতের জন্য একটি উজ্জ্বল-রেখা পরীক্ষা স্থাপন করা উচিত নয় যে 'প্রান্তিক' বৃদ্ধি কী এবং কী এমন একটি বস্তুগত বৃদ্ধি যা নতুন ফর্ম ১ এবং বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন কমিটির দ্বারা যাচাই-বাছাইয়ের নিশ্চয়তা দেয় - সুতরাং, তফসিল দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে একটি সম্প্রসারণ অনুচ্ছেদ ৭(ii) এ বর্ণিত পদ্ধতির সাপেক্ষে হবে - দ্বিতীয় বৃদ্ধির সময়, আপিলকারীর প্রকল্পের মোট নির্মাণ এলাকা ৪০,৪৮০.৮৮ বর্গমিটারে বৃদ্ধি করা হয়েছিল – সম্প্রসারণের ফলে, আপিলকারী অতিরিক্ত ষোলটি ফ্ল্যাট নির্মাণ করেছিলেন – আপিলকারী ই.আই.এ. বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ৭(ii) এর অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে চলেননি বরং ই.সি. -এর কাছে 'সংশোধন' চেয়েছিলেন – এস.ই.আই.এ.এ. আপিলকারীকে একটি আপডেট করা ফর্ম ১ জমা দেওয়ার প্রয়োজন করেনি এবং এস.ই.এ.সি. দ্বারা প্রস্তাবটি প্রক্রিয়াজাত ও মূল্যায়ন করা হয়নি – ১৩.০৩.২০১৪ তারিখের ই.সি. -এর কাছে 'সংশোধন'-এ নির্মাণ এলাকা বৃদ্ধির সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়নি – ই.আই.এ. বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ৭(ii) এর অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতিটি নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান যে যেখানে একটি প্রকল্পের আকার সম্প্রসারিত করা হয়, সেখানে বায়ু ও জলের প্রাপ্যতা এবং দূষণ, কঠিন ও ভেজা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং এলাকার নগর বহন ক্ষমতা সহ সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করে আশেপাশের এলাকার উপর পরিবেশগত প্রভাব সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় – আপিলকারীর প্রকল্পের ক্ষেত্রে এটি করা হয়নি – এস.ই.আই.এ.এ. -এর কাছে একটি অনুমোদন দেওয়ার জন্য উন্মুক্ত ছিল না ই.আই.এ. বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ৭(ii) এ উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ না করেই ই.সি. -তে 'সংশোধন' - অধিকন্তু, আপত্তিকর আদেশের তারিখে প্রকল্প স্থানে নির্মাণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছিল - প্রকল্পের নির্মাণ সম্পন্ন করে, আপিলকারী এস.ই.আই.এ.এ. এবং এস.ই.এ.সি.-কে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করার এবং পরিবেশগত ক্ষতি প্রশমনের পদ্ধতিগুলি সুপারিশ করার ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করেছেন -

এই পর্যায়ে, শুধুমাত্র প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে - এন.জি.টি. ইতিমধ্যেই আপিলকারীকে এক কোটি টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে এবং আপিলকারীর প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে - এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, এন.জি.টি.-এর নির্দেশাবলী বহাল রাখা হয়েছে এবং কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা আপিলকারীর প্রকল্পের মূল্যায়ন চালিয়ে যাক যাতে পরিবেশগত প্রভাব ০২.০৫.২০১৩ তারিখের ই.সি.-তে বিবেচনা করা হয়েছে তার কাছাকাছি আনা যায় এবং আপিলকারীর উপর আরোপিত ক্ষতিপূরণমূলক আদায়ের পরামর্শও দেওয়া হয়।

সংবিধির ব্যাখ্যাঃ প্রজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা-এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে বিধানগুলির পাঠ্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, আদালতকে অবশ্যই এমন একটি ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে যা আইন বা দায়িত্বপ্রাপ্ত আইনের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ-ইআইএ বিজ্ঞপ্তি নতুন প্রকল্পগুলিকে সীমাবদ্ধ করার এবং নতুন প্রকল্পগুলির সম্প্রসারণের অভিপ্রায় নিয়ে গৃহীত হয়েছিল যতক্ষণ না তাদের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন ও বোঝা যায়-পরিবেশ আইন।

আপিল খারিজ করে আদালত স্থির করেঃ ১)ই. আই. এ প্রজ্ঞাপনে নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় এবং বিদ্যমান প্রকল্পগুলির সম্প্রসারণ বা আধুনিকীকরণের সময় পরিবেশের সুরক্ষা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি নতুন প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন এবং বিদ্যমান প্রকল্পগুলির সম্প্রসারণের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে, যতক্ষণ না তাদের সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করা হয় এবং ইসি-র অনুদান দ্বারা অনুমোদিত হয়।যেখানে কোনও প্রকল্প তফসিলে নির্ধারিত পরামিতিগুলির মধ্যে পড়ে, সেখানে ই. আই. এ বিজ্ঞপ্তির ২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে তিনটি ধরনের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে কোনও নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে নাঃ (i) তফসিলে প্রদত্ত নতুন প্রকল্প বা ক্রিয়াকলাপ, (ii) তফসিলে প্রদত্ত বিদ্যমান প্রকল্প বা ক্রিয়াকলাপগুলির সম্প্রসারণ বা আধুনিকীকরণ, এবং (iii) নির্দিষ্ট সীমার বাইরে তফসিলে প্রদত্ত বিদ্যমান উত্পাদন ইউনিটগুলিতে পণ্য মিশ্রণের পরিবর্তন।[অনুচ্ছেদ৬] [৫৪৭ -জি-এইচ;৫৪৮-জি-এইচ]

২)ইসি নিশ্চিত করার জন্য, প্রকল্প প্রস্তাবককে ইআইএ বিজ্ঞপ্তির ফর্ম ১ এবং সম্পূরক ফর্ম ১ক (যদি প্রযোজ্য হয়) তে বর্ণিত পদ্ধতিতে একটি আবেদন জমা দিতে হবে।

ই. আই. এ প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ ২-এর প্রকরণ (ii)-এর জন্য প্রকল্প প্রস্তাবককে বিদ্যমান প্রকল্পের কোনও "সম্প্রসারণ" করার আগে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি ইসি সুরক্ষিত করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৭(ii) আরও উল্লেখ করে যে, "সম্প্রসারণের" ক্ষেত্রে, পূর্ববর্তী ইসি-তে নির্ধারিত ক্ষমতা/ক্ষেত্রফলের চেয়ে উৎপাদন ক্ষমতা বা ইজারা এলাকা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, ইসির জন্য সমস্ত আবেদন ফর্ম ১ বা ১ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) তে বর্ণিত পদ্ধতিতে করতে হবে। ফর্ম ১-এ আপিলকারীর আবেদন স্বীকার করে যে প্রকল্পটি ইআইএ বিজ্ঞপ্তির তফসিল ১-এর এন্ট্রি ৮(ক) এর আওতাধীন। এন্ট্রি ৮-এ "২০,০০০ বর্গমিটার বা তার বেশি কিন্তু ১,৫০,০০০ বর্গমিটারের কম বিল্ট-আপ এলাকা সম্পন্ন ভবন ও নির্মাণ প্রকল্প" সম্পর্কিত। মূল ইসির জন্য আবেদন করার সময়, আপিলকারী ইআইএ বিজ্ঞপ্তির বিধান অনুসারে ফর্ম ১-এ একটি আবেদন জমা দিয়েছিলেন। আপিলকারীর ফর্ম ১-এ চিহ্নিত মোট নির্মাণ এলাকা ছিল ৩২,৩৯৫.১৭ বর্গমিটার। তবে, ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে, আপিলকারী দ্বিতীয় উত্তরদাতাকে ৮,০৮৫.৭১ বর্গমিটার বৃদ্ধির কথা জানান যার ফলে প্রকল্পের মোট নির্মাণ এলাকা হবে ৪০,৪৮০.৮৮ বর্গমিটার। [অনুচ্ছেদ ৭,৮] [৫৪৯-বি-জি-এইচ; ৫৫০-এ-ডি-ই]

৩.১)ই. আই. এ প্রজ্ঞাপনের ২য় অনুচ্ছেদের প্রকরণ (ii)-এ বলা হয়েছে যে, কোনও প্রকল্পের প্রবক্তার "সম্প্রসারণ"-এর ক্ষেত্রে নির্মাণ শুরু করার আগে একটি ই. সি-র প্রয়োজন হবে। ধারাটি "সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে সম্প্রসারণ" বাক্যাংশটি ব্যবহার করে। প্রকরণ (ii)-এর দ্বিতীয়ার্ধের একটি সরল পাঠ ইঙ্গিত দেয় যে এটি এমন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে কোনও প্রকল্প প্রাথমিকভাবে তফসিলে নির্ধারিত সীমা সীমার নিচে ছিল কিন্তু প্রস্তাবিত সম্প্রসারণের পরে, সীমা সীমা লঙ্ঘন করবে। তবে, ২য় অনুচ্ছেদের প্রকরণ (ii) অবশ্যই ই. আই. এ প্রজ্ঞাপনের ৭ (ii) অনুচ্ছেদের সাথে পড়তে হবে।৭ (ii) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ইসি পাওয়ার পরেও যদি প্রকল্পটি পূর্ববর্তী ইসি প্রাপ্ত সীমার বাইরে প্রসারিত করা হয়, তবে সম্প্রসারণ তফসিলে নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকলেও একটি নতুন আবেদন করতে হবে। [অনুচ্ছেদ ১২,১৩] [৫৫২-এইচ; ৫৫৩-এ-এফ]

৩.২) যদি অনুচ্ছেদ ২ এর প্রকরণ (ii) এমন কোনও ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয় যেখানে সম্প্রসারণ তফসিল দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকে, তাহলে একজন প্রকল্প প্রস্তাবক

সময়ের সাথে সাথে প্রকল্প এলাকার আকার ক্রমশ বৃদ্ধি করতে পারেন যার ফলে সম্প্রসারণের ফলে পরিবেশগত প্রভাবের মূল্যায়ন ছাড়াই প্রকল্পের আকার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। এই ধরনের ফলাফল ইআইএ বিজ্ঞপ্তির পুরো প্রকল্পকে পরাজিত করবে যা নিশ্চিত করে যে কোনও নতুন বা অতিরিক্ত পরিবেশগত প্রভাব সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ দ্বারা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়িত করা হয়। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, তফসিলের এন্ট্রি ৮ (ক)-এর নিম্ন সীমা হল ২০,০০০ বর্গমিটার নির্মিত এলাকা এবং উপরের সীমা হল ১,৫০,০০০ বর্গমিটার। এতে সন্দেহ করা যায় না যে ১,৫০,০০০ বর্গমিটার নির্মাণের পরিবেশগত প্রভাব ২০,০০০ বর্গমিটার নির্মাণের চেয়ে মারাত্মকভাবে বেশি।যদি আপিলকারীর যুক্তি সামগ্রিকভাবে গৃহীত হয়, তবে কোনও প্রকল্পের প্রবক্তা সম্ভাব্যভাবে ২০,০০০ বর্গমিটার নির্মাণের জন্য একটি ইসি সুরক্ষিত করতে পারেন এবং 'সংশোধনী' দ্বারা একটি হালনাগাদ ফর্ম ১ বা এসইএসি দ্বারা কোনও মূল পর্যালোচনা জমা না দিয়ে নির্মাণের এলাকা ক্রমাগত ১,৫০,০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত বাড়িয়ে তুলতে পারেন। [অনুচ্ছেদ ১৪] [৫৫৩-জি-এইচ; ৫৫৪-এ-বি]

৪)যে ক্ষেত্রে বিধানগুলির পাঠ্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে এই আদালতকে অবশ্যই এমন একটি ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে যা সামগ্রিকভাবে আইন বা প্রত্যয়িত আইনের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নতুন প্রকল্পগুলিকে সীমাবদ্ধ করার এবং নতুন প্রকল্পগুলির সম্প্রসারণের অভিপ্রায় নিয়ে ইআইএ বিজ্ঞপ্তি গৃহীত হয়েছিল যতক্ষণ না তাদের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন ও বোঝা যায়। এটি বিতর্কিত হতে পারে না যে প্রকল্পের আকার বাড়ার সাথে সাথে প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাবের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়।এই আদালত ই. আই. এ প্রজ্ঞাপনের এমন কোনও ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারে না যা প্রযোজ্য হিসাবে বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন কমিটি বা এস. ই. এ. সি-এর কোনও তদারকি ছাড়াই কোনও প্রকল্পের নির্মাণ ক্ষেত্র বাড়ানোর জন্য প্রকল্পের প্রবক্তাদের ক্রমবর্ধমান বা অন্য কোনওভাবে অনুমতি দেবে। এটি সত্য যে এমন কিছু পরিস্থিতি থাকতে পারে যেখানে কোনও প্রকল্পের প্রবক্তার দ্বারা চাওয়া সম্প্রসারণ সত্যিই প্রান্তিক বা এই ধরনের সম্প্রসারণ তাঁবুর পরিবেশগত প্রভাব। তবে, কী 'প্রান্তিক' বৃদ্ধি গঠন করে এবং কী একটি উপাদান বৃদ্ধি গঠন করে তা নিয়ে একটি উজ্জ্বল পরীক্ষা করা এই আদালতের পক্ষে নয় যা বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন কমিটির দ্বারা নতুন ফর্ম ১ এবং তদন্তের নিশ্চয়তা দেয়। যদি সরকার তার বিচক্ষণতার

সাথে এই বিধান দেয় যে তফসিলে নির্ধারিত সীমার মধ্যে প্রকল্পের আকারে এককালীন 'প্রান্তিক' বৃদ্ধি (যেমন ৫% বা ১০%) পরিবেশ সুরক্ষার জরুরি প্রয়োজনীয়তাকে হ্রাস না করেই নিম্নমানের যাচাই-বাছাইয়ের বিষয় হতে পারে, তাহলে সম্ভবত এই আদালত এই ধরনের বিধান কার্যকর করতে পারে। এগুলি সতর্কতামূলক নীতির লঙ্ঘন বলে যে কোনও বিরোধিতার বিষয় হতে পারে। তবে, বর্তমানে ই. আই. এ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, তফসিল দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সম্প্রসারণ ৭ (ii) অনুচ্ছেদে নির্ধারিত পদ্ধতি সাপেক্ষে হবে। [অনুচ্ছেদ ১৬] [৫৫৬-ডি. এইচ; ৫৫৭-এ]

৫)দ্বিতীয় বৃদ্ধির সময়, আপিলকারীর প্রকল্পের মোট নির্মাণ আয়রা ৩২,৩৯৫.১৭ বর্গ মিটার থেকে বাড়িয়ে ৪০,৪৮০.৮৮ বর্গ মিটার করা হয়েছিল। সম্প্রসারণের ফলস্বরূপ, আপিলকারী ষোলটি অতিরিক্ত ফ্ল্যাট নির্মাণ করেছিলেন। আপিলকারী ই. আই. এ বিজ্ঞপ্তির ৭ (ii) অনুচ্ছেদের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে চলেন নি, বরং ইসিতে একটি 'সংশোধনী' চেয়েছিলেন। তৃতীয় উত্তরদাতার আবেদনকারীকে একটি আপডেট ফর্ম ১ জমা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না এবং চতুর্থ উত্তরদাতার দ্বারা প্রস্তাবটি প্রক্রিয়াজাত ও মূল্যায়ন করা হয়নি।২০১৪ সালের ১৩ই মার্চ ইসির 'সংশোধনী'-তে নির্মাণ এলাকা বৃদ্ধির সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়নি, বরং কেবল নথিভুক্ত করা হয়েছে যে নির্মাণ এলাকা ৪০,৪৮০.৮৮ বর্গ মিটার। ইআইএ বিজ্ঞপ্তির ৭ (ii) অনুচ্ছেদের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতিটি বিদ্যমান যাতে নিশ্চিত করা যায় যে যেখানে কোনও প্রকল্পের আকার বাড়ানো হয়, সেখানে বায়ু ও জলের প্রাপ্যতা এবং দূষণ, কঠিন ও আর্দ্র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং এলাকার শহুরে ট্যারিং ক্ষমতা সহ সমস্ত প্রাসঙ্গিক কারণ বিবেচনা করে আশেপাশের অঞ্চলে পরিবেশগত প্রভাব সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়। এটি এখানে করা হয়নি।অনুচ্ছেদ ৭ (ii)-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ না করে তৃতীয় উত্তরদাতার পক্ষে নির্বাচন কমিশনকে 'সংশোধনী' মঞ্জুর করার অনুমতি ছিল না। এছাড়াও, বিতর্কিত আদেশের তারিখ অনুযায়ী, প্রকল্পস্থলে নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষ করে, আপিলকারী তৃতীয় এবং মূল উত্তরদাতাদের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করার এবং কোনও পরিবেশগত ক্ষতি হ্রাস করার উপায়ের পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা অস্বীকার করেছেন। এনজিটি ইতিমধ্যেই আপিলকারীকে এক কোটি টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে এবং আপিলকারীর প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে।

এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, এন. জি. টি-র নির্দেশগুলি বহাল রাখা হয়েছে এবং কমিটিকে আপীলকারীর প্রকল্পের মূল্যায়ন চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে এর পরিবেশগত প্রভাব ২ মে ২০১৩ তারিখের ইসিতে বিবেচিত যতটা সম্ভব কাছাকাছি আনা যায় এবং আপীলকারীর উপর ক্ষতিপূরণমূলক শাস্তি আরোপ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। [অনুচ্ছেদ ১৭,১৮] [৫৫৭-বি-এইচ; ৫৫৮-এ]

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ২৪৩৫।

২০১৮ সালের ১২২ নং আপিলে (২০১৪ সালের ০৯ নং আপিলে) নয়াদিল্লির প্রধান বেঞ্চের ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের ১১.০২.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

মুকুল রোহাতগি, প্রবীণ আইনজীবী., কুনাল টান্ডন, প্রণয়া গোয়াল, আমান রাজ গান্ধী, নিখিল রোহাতগি, অভিষেক শর্মা, শ্রীমতী সঞ্জনা অরোরা, শ্রীমতী রিচা সৌদিল্যা, শ্রীমতী নারায়ণী ভট্টাচার্য, আইনজীবীগণ আপিলকারীর পক্ষে।

আদিত্য প্রতাপ, মুনাওয়ার নাসিম, চিরাগ এম. শ্রফ, শ্রীমতী মহিমা সি. শ্রফ, শ্রীমতী ইয়াশিকা ভার্মা, রিয়া থমাস, উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবীগন।

আদালতের রায় প্রদান করেন

ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি)

১) বর্তমান দেওয়ানি আপিলটি জাতীয় সবুজ ট্রাইব্যুনালের[১] প্রধান বেঞ্চের ১১ই ফেব্রুয়ারী ২০১৯ তারিখের একটি আদেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে 'তার আদেশে, এনজিটি বলেছে যে আপীলকারীর প্রকল্পের মোট নির্মাণ ক্ষেত্রের বৃদ্ধি পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০০৬[২] তারিখের একটি প্রজ্ঞাপনের (নম্বর এস. ০.১৫৩৩) অধীনে একটি "সম্প্রসারণ" ছিল। এনজিটি জানতে পেরেছে যে আপীলকারী নির্ধারিত নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতি মেনে না গিয়ে ইআইএ বিজ্ঞপ্তির ২য় অনুচ্ছেদে বর্ণিত একটি "সম্প্রসারণ" গ্রহণ করেছেন। আবেদনকারীকে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের[৩] কাছে এক কোটি টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।প্রকল্পস্থলে নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে উল্লেখ করে, এনজিটি আপিলকারীর সম্প্রসারিত প্রকল্পের প্রভাব অধ্যয়ন এবং প্রতিকারমূলক পদক্ষেপের পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি পাঁচ সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করে।

১)এনজিটি

২) ই. আই. এ বিজ্ঞপ্তি

৩)সি.পি.সি.বি.

তথ্য

২)আপীলকারী হলেন একটি আবাসিক পুনর্বিন্যাস প্রকল্পের প্রবক্তা, যা সিটিএস নম্বর ৬৪৬,৬৪৬ (পি.টি) গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বাই ৪০০০৫০-এ অবস্থিত 'ওরিয়ানা আবাসিক প্রকল্প' নামে পরিচিত। ৮ই জুন ২০১০-এ আপীলকারী উন্নয়ন পরিচালনা এবং প্রকল্পের সম্পত্তিতে অবস্থিত একটি ভবন নির্মাণের জন্য একটি প্রারম্ভিক শংসাপত্র পেয়েছিলেন। আপীলকারী নির্মাণ শুরু করেছিলেন। যখন নির্মাণ শুরু হয়েছিল, তখন মোট নির্মাণ এলাকা ছিল ৮,৭২০.৩২ বর্গ মিটার। প্রকল্পের পরিধি বাড়ানো হয়েছিল, এবং নির্মিত এলাকা ৩২,৩৯৫.১৭ বর্গ মিটারে বাড়ানো হয়েছিল। ইআইএ বিজ্ঞপ্তির অধীনে, মোট নির্মাণ এলাকা ২০,০০০ বর্গ মিটার অতিক্রম করলে একটি পরিবেশগত ছাড়পত্র[৪] প্রয়োজন ছিল। অতএব, আপীলকারী ইসিআইএ বিজ্ঞপ্তির অধীনে একটি পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করেছিলেন।

৩)মহারাষ্ট্রের জন্য চতুর্থ উত্তরদাতা, রাজ্য স্তরের বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন কমিটি[৫] প্রকল্পের জন্য একটি ইসি মঞ্জুর করার সুপারিশ করে। ২০১৩ সালের ২রা মে তৃতীয় উত্তরদাতা, মহারাষ্ট্রের জন্য রাজ্য স্তরের পরিবেশ প্রভাব মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষ[৬], এসইএসি-র সুপারিশের ভিত্তিতে একটি ইসি মঞ্জুর করে। এটি বিতর্কিত নয় যে ২০১৩ সালের ২রা মে যখন ইসি মঞ্জুর করা হয়েছিল, তখন প্রকল্পের মোট নির্মাণ এলাকা ছিল ৩২,৩৯৫.১৭ বর্গ মিটার। ইসি-র অনুদান শর্তসাপেক্ষ ছিল যে আপীলকারী বায়ু (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৮১ এবং জল (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৭৪-এর অধীনে মহারাষ্ট্র দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের কাছ থেকে 'জেডস্ট্যাব্লিশমেন্টের জন্য সম্মতি' পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন।

৪)২৪শে সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, আপিলকারী মহারাষ্ট্র সরকারের পরিবেশ বিভাগকে, যা দ্বিতীয় উত্তরদাতা , জানিয়েছিলেন যে নির্মাণ এলাকা আরও ৮,০৮৫.৭১ বর্গমিটার বৃদ্ধি করা হচ্ছে, যার ফলে প্রকল্পের মোট নির্মাণ এলাকা ৪০,৪৮০.৮৮ বর্গমিটারে উন্নীত হবে। তার চিঠিতে, আপিলকারী তৃতীয় উত্তরদাতা র দ্বারা ২ মে ২০১৩ তারিখের নির্বাচন কমিশনের কাছে একটি 'সংশোধন' চেয়েছিলেন যাতে মোট নির্মাণ এলাকার বৃদ্ধি প্রতিফলিত হয়। ১৩ই মার্চ ২০১৪ তারিখে, তৃতীয় উত্তরদাতা র দ্বারা ২ মে ২০১৩ তারিখের নির্বাচন কমিশনের কাছে একটি 'সংশোধন' মঞ্জুর করা হয়েছিল এই কারণে যে, "নির্মিত এবং নির্মাণ এলাকায় কেবলমাত্র সামান্য বৃদ্ধি" হয়েছে।

৪)ই.সি.

৫)এস.ই.এ.সি.

৬) এস.ই.আই.এ.এ.

তৃতীয় উত্তরদাতা প্রকল্পের নির্দিষ্টকরণের পরিবর্তনগুলি নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেনঃ

বিবরণ	২ মে ২০১৩ তারিখের ই.সি. অনুসারে		সংশোধনী	
এফ.এস.আই এলাকা	১৬,৩৪৬.৩২ বর্গমিটার		২১,৩৬৫.৫৪ বর্গমিটার	
এফ.এস.আই এলাকা নয়	১৬,০৪৮.৮৫ বর্গমিটার		১৯,১১৫.৩৪ বর্গমিটার	
মোট নির্মাণ এলাকা	৩২,৩৯৫.১৭ বর্গমিটার		৪০,৪৮০.৮৮ বর্গমিটার	
বাসস্থানের সংখ্যা	সদস্য ৬৪	বিক্রয় ৬১	সদস্য ৬৪	বিক্রয় ৭৭
বিল্ডিং কনফিগারেশন	সদস্য	২ বেসমেন্ট	সদস্য	২ বেসমেন্ট

৫)প্রথম উত্তরদাতা, যিনি মুম্বইয়ের বান্দ্রা পূর্বের গান্ধীনগরের এম. আই. জি কলোনির বাসিন্দা বলে দাবি করেন, ২০১৪ সালের ১৩ই মার্চ সংশোধিত নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনকে এন. জি. টি-র পুনে বেঞ্চে বিরোধিতা করেন। জবাবে, আপীলকারী দুটি আবেদন দায়ের করেন, প্রথম উত্তরদাতার অবস্থানকে বিরোধিতা করে এবং যুক্তি দেন যে বিরোধিতাটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল। ২০১৬ সালের ৪ঠা মে একটি আদেশের মাধ্যমে, এন. জি. টি-র পুনে বেঞ্চ কার্যধারার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা এবং সীমাবদ্ধতার বার স্থাপন নিয়ে প্রশ্ন তোলা আবেদনগুলি প্রত্যাখ্যান করে। আপীলকারী বোম্বে হাইকোর্টের বিচারিক আদালতে এন. জি. টি-র পুনে বেঞ্চের সিদ্ধান্তকে বিরোধিতা করার জন্য একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন।বম্বে হাইকোর্ট, ১২ই আগস্ট ২০১৬ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা স্থির হওয়া রিট পিটিশনটি মঞ্জুর করে, যে প্রথম উত্তরদাতার নির্দেশে আপিলটি রক্ষণযোগ্য ছিল না, এবং ১৩ই মার্চ ২০১৪ তারিখের সংশোধিত ইসির অনুদানের বিরুদ্ধে বিরোধিতাটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ৩১শে জুলাই ২০১৮ তারিখের একটি প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা, বিরোধটি এনজিটির পুনে বেঞ্চ থেকে প্রধান বেঞ্চে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল যা পক্ষগুলির শুনানি করে এবং বিতর্কিত আদেশ প্রদান করে।

ই. আই. এ বিজ্ঞপ্তির প্রাসঙ্গিক প্রকরণ

৬)বর্তমান বিরোধ ই. আই. এ প্রজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে। ই. আই. এ প্রজ্ঞাপনে নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পরিবেশের সুরক্ষা ও সংরক্ষণ এবং বিদ্যমান প্রকল্পগুলির সম্প্রসারণ বা আধুনিকীকরণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি নতুন প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের উপর এবং বিদ্যমান প্রকল্পগুলির সম্প্রসারণের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে, যতক্ষণ না তাদের সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব একটি ই. সি-র অনুদান দ্বারা মূল্যায়ন ও অনুমোদন করা হয়। ই. আই. এ প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ ২ এইভাবে পড়েঃ

২)পূর্ববর্তী পরিবেশগত ছাড়পত্রের (ইসি) প্রয়োজনীয়তাঃ-নিম্নলিখিত প্রকল্প বা ক্রিয়াকলাপগুলির জন্য সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পূর্ববর্তী পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে, যা এরপরে তফসিলে 'এ' বিভাগের অধীনে আসা বিষয়গুলির জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় সরকার হিসাবে উল্লেখ করা হবে এবং রাজ্য পর্যায়ে রাজ্য পরিবেশ প্রভাব মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষ (এসইআইএএ) উল্লিখিত তফসিলে 'বি' বিভাগের অধীনে আসা বিষয়গুলির জন্য, কোনও নির্মাণ কাজ বা জমি সুরক্ষিত করা ছাড়া প্রকল্প পরিচালনার দ্বারা জমি প্রস্তুত করার আগে প্রকল্প বা ক্রিয়াকলাপ শুরু করা হবেঃ

(i) এই বিজ্ঞপ্তির সময়সূচীতে তালিকাভুক্ত সমস্ত নতুন প্রকল্প বা কার্যক্রম;

(ii) এই প্রজ্ঞাপনের তফসিলে তালিকাভুক্ত বিদ্যমান প্রকল্প বা ক্রিয়াকলাপগুলির সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য নির্দিষ্ট সীমার বাইরে ক্ষমতা সংযোজন সহ, অর্থাৎ, প্রকল্প বা ক্রিয়াকলাপ যা সম্প্রসারণ বা আধুনিকীকরণের পরে তফসিলে প্রদত্ত সীমা অতিক্রম করে;

(iii) পণ্যের যে কোনও পরিবর্তন-নির্দিষ্ট সীমার বাইরে তফসিলে অন্তর্ভুক্ত একটি বিদ্যমান উৎপাদন ইউনিটে মিশ্রণ।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

ই.আই.এ. বিজ্ঞপ্তির তফসিল সম্ভাব্য প্রকল্পগুলিকে তাদের আকার এবং সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাবের উপর ভিত্তি করে বিভাগ 'এ' এবং বিভাগ 'বি'-তে শ্রেণীবদ্ধ করে। বিভাগ 'এ' প্রকল্পগুলির জন্য প্রকল্প প্রস্তাবকদের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের কাছ থেকে একটি ই.সি. পেতে হবে। বিভাগ 'বি' প্রকল্পগুলির জন্য প্রকল্প প্রস্তাবকদের এস.ই.এ.সি. -এর সুপারিশের উপর ভিত্তি করে এস.ই.আই.এ.এ. থেকে একটি ই.সি. পেতে হবে। যেখানে কোনও প্রকল্প তফসিলে নির্ধারিত পরামিতিগুলির মধ্যে পড়ে, সেখানে ইআইএ বিজ্ঞপ্তির ২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে তিন ধরনের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে কোনও ইসি মঞ্জুর না করা পর্যন্ত কোনও নির্মাণ কাজ শুরু হবে নাঃ (i) তফসিলে প্রদত্ত নতুন প্রকল্প বা ক্রিয়াকলাপ, (ii) তফসিলে প্রদত্ত বিদ্যমান প্রকল্প বা ক্রিয়াকলাপগুলির সম্প্রসারণ বা সংশোধন, এবং (iii) নির্দিষ্ট সীমার বাইরে তফসিলে প্রদত্ত বিদ্যমান উত্পাদন ইউনিটগুলিতে পণ্য মিশ্রণে পরিবর্তন।

বর্তমান বিরোধটি প্রশ্ন উত্থাপন করে যে দ্বিতীয় ধরণের কার্যকলাপ, বিদ্যমান প্রকল্পগুলির "সম্প্রসারণ", ই.আই.এ. বিজ্ঞপ্তির অধীনে কীভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত।

একটি ইসি সুরক্ষিত করার জন্য, প্রকল্পের প্রবক্তাকে অবশ্যই ইআইএ বিজ্ঞপ্তির ফর্ম। এবং সম্পূরক ফর্ম, ১ক (যদি প্রযোজ্য হয়)-তে নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি আবেদন জমা দিতে হবে। ইআইএ বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ৭ (i)-এর অধীনে, প্রকল্পের প্রবক্তাকে অবশ্যই একটি প্রাক-সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। তবে, তফসিলের আইটেম ৮-এর অধীনে প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র একটি ধারণাগত পরিকল্পনা জমা দিতে হবে। ইআইএ বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ৭ (ii)-এ বলা হয়েছে যেঃ

"৭ (ii) বিদ্যমান প্রকল্পগুলিতে পণ্য মিশ্রণের পরিবর্তন সম্প্রসারণ বা আধুনিকীকরণের জন্য পূর্ববর্তী পরিবেশগত ছাড়পত্র (ইসি) প্রক্রিয়াঃ

এই প্রজ্ঞাপনের অধীনে যে ক্ষমতার জন্য পূর্ববর্তী পরিবেশগত ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে তার বাইরে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সম্প্রসারণের জন্য পূর্ববর্তী পরিবেশগত ছাড়পত্র চাওয়া বা খনি প্রকল্পের ক্ষেত্রে ইজারা এলাকা বা উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা অথবা প্রক্রিয়া বা প্রযুক্তিতে পরিবর্তনের মাধ্যমে এই প্রজ্ঞাপনের তফসিলে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে মোট উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি সহ কোনও বিদ্যমান ইউনিটের আধুনিকীকরণের জন্য বা পণ্য মিশ্রণে পরিবর্তনের জন্য সমস্ত আবেদন ফর্ম ১-এ করা হবে এবং সেগুলি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন কমিটি বা রাজ্য স্তরের বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন কমিটি দ্বারা ষাট দিনের মধ্যে বিবেচনা করা হবে, যারা ই. আই. এ প্রস্তুতি এবং জনসাধারণের পরামর্শ সহ প্রয়োজনীয় অধ্যবসায়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে এবং আবেদনটি পরিবেশগত ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য সেই অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হবে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

ই. আই. এ প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ ২-এর প্রকরণ (ii)-এ বলা হয়েছে যে, প্রকল্পের প্রবক্তাকে কোনও বিদ্যমান প্রকল্পের "সম্প্রসারণ" করার আগে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি ই. সি নিশ্চিত করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৭ (ii) -এ আরও বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী ই. সি-তে নির্ধারিত ক্ষমতা/এলাকার বাইরে উৎপাদন ক্ষমতা বা ইজারা এলাকা বৃদ্ধির ফলে "সম্প্রসারণ"-এর ক্ষেত্রে ই. সি-র জন্য সমস্ত আবেদন ফর্ম ১ বা ১ক-তে (প্রযোজ্য হিসাবে) নির্ধারিত পদ্ধতিতে করা হবে।

৮)আপীলকারীর ফর্ম ১-এ আবেদনটি স্বীকার করে যে প্রকল্পটি ই. আই. এ বিজ্ঞপ্তির তফসিল ১-এর ৮ (ক) এন্ট্রির অধীনে পড়ে। এন্ট্রি ৮ '২০,০০০ বর্গ মিটার বা তার বেশি কিন্তু ১,৫০,০০০ বর্গ মিটারের কম নির্মিত এলাকা সহ বিল্ডিং এবং নির্মাণ প্রকল্পগুলির সাথে সম্পর্কিত।' ই. আই. এ বিজ্ঞপ্তির তফসিলের এন্ট্রি ৮ নিম্নরূপঃ

৮ – ভবন / নির্মাণ প্রকল্প / এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প এবং জনপদ			
৮ (ক)	ভবন ও নির্মাণ প্রকল্প	>২০,০০০ বর্গমিটার এবং <১,৫০,০০০ বর্গমিটার বিল্ট-আপ এলাকা	আচ্ছাদিত নির্মাণের জন্য নির্মিত এলাকা: আকাশে উন্মুক্ত সুবিধার ক্ষেত্রে, এটি কার্যকলাপ এলাকা হবে
৮(খ)	শহরতলির ও এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	৫০ হেক্টরের বেশি এলাকা এবং ১,৫০,০০০ বর্গমিটারের বেশি এলাকা জুড়ে	আইটেম ৮(খ) এর অধীনে সমস্ত প্রকল্প বিভাগ খ১ হিসাবে মূল্যায়ন করা হবে

বিষয়

৯)মূল ইসির জন্য আবেদন করার সময়, আপীলকারী ইআইএ বিজ্ঞপ্তির বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় ফর্ম ১-এ একটি আবেদন জমা দিয়েছিলেন। আপীলকারীর ফর্মে চিহ্নিত মোট নির্মাণ এলাকা, ১ ছিল ৩২,৩৯৫.১৭ বর্গ মিটার। তবে, ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে আপীলকারী দ্বিতীয় উত্তরদাতাকে ৮,০৮৫.৭১ বর্গ মিটার বৃদ্ধির বিষয়ে অবহিত করেছিলেন যার ফলে প্রকল্পের মোট নির্মাণ এলাকা হবে ৪০,৪৮০.৮৮ বর্গ মিটার। ২ মে ২০১৩ তারিখের ইসি-তে একটি 'সংশোধনী' চেয়ে আপীলকারী একটি আপডেট ফর্ম জমা দেননি। এছাড়াও, এসইআইএএ দ্বারা এসইএসি-র সুপারিশ ছাড়াই ইসিতে 'সংশোধনী' মঞ্জুর করা হয়েছিল।এই আদালতের সামনে প্রশ্ন হল, ই.আই.এ বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ৭(ii) তে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণ না করে এস.ই.আই.এ.এ. কর্তৃক প্রদত্ত ১৩ মার্চ ২০১৪ তারিখের 'সংশোধিত' ই.সি. বৈধ কিনা।

জমা

১০)আপীলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী মুকুল রোহতগি বলেন যেঃ

(i)যখন নির্মাণ শুরু হয়েছিল, তখন আপিলকারীর প্রকল্পের মোট নির্মাণ এলাকা ছিল ৮,৭২০.৩২ বর্গমিটার। যেহেতু ই.য়াই.এ. বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ২০,০০০ বর্গমিটার বা তার বেশি মোট নির্মিত এলাকা সম্পন্ন প্রকল্পগুলিকে নির্মাণ শুরুর আগে একটি ই.সি. সংগ্রহ করতে হবে, তাই আপিলকারীর প্রকল্পের নির্মাণ শুরুর আগে কোনও ই.সি. সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল না;

(ii) প্রথম বৃদ্ধি অনুসারে, যখন আপিলকারীর এ. প্রকল্পটি ই. আই. এ প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত ২০,০০০ বর্গ মিটারের সীমা অতিক্রম করে, তখন আপিলকারী একটি ফর্ম জমা দেন এবং তৃতীয় উত্তরদাতা দ্বারা ২ মে ২০১৩ তারিখে একটি বৈধ ইসি মঞ্জুর করা হয়;

(iii) দ্বিতীয় বৃদ্ধি অনুসারে, আপীলকারীর প্রকল্পের নির্মিত এলাকা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে মোট নির্মাণ এলাকা ৮,০৮৫.৭১ বর্গ মিটার বৃদ্ধি পেয়ে ৪০,৪৮০.৮৮ বর্গ মিটার হয়েছে, যা ই.আই.এ.বিজ্ঞপ্তির তফসিলের ৮ (ক) অনুচ্ছেদ দ্বারা নির্ধারিত ১,৫০,০০০ বর্গ মিটারের উপরের সীমার মধ্যে রয়েছে। অতএব, দ্বিতীয় বৃদ্ধি ই.আই.এ.বিজ্ঞপ্তির ২য় অনুচ্ছেদের প্রকরণ (ii)-এর অর্থের মধ্যে একটি "সম্প্রসারণ" ছিল না এবং দ্বিতীয় বৃদ্ধির সময় কোনও নতুন ফর্ম ১ বা ইসি-র প্রয়োজন ছিল না;

(iv) অনুচ্ছেদ ২-এর প্রকরণ (ii) শুধুমাত্র সেই পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য যেখানে প্রকল্পটি তফসিলে নির্ধারিত নিম্ন বা উপরের সীমা ডি অতিক্রম করে। তফসিলে নির্ধারিত সীমার মধ্যে উৎপাদন ক্ষমতা বা নির্মাণ ক্ষেত্রের কোনও বৃদ্ধি অনুচ্ছেদ ২-এর প্রকরণ (ii)-এর অর্থের মধ্যে "সম্প্রসারণ" গঠন করবে না এবং ই. এল. এ বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ৭ (ii)-এর অধীনে পদ্ধতি মেনে চলার প্রয়োজন হবে না;

(v) আপীলকারীর প্রকল্পের বৃদ্ধি শুধুমাত্র প্রান্তিক এবং পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে না;

(vi) এস. ই. আই. এ. এ আপিলকারীর 'সংশোধনীর' অনুরোধে তার মন প্রয়োগ করেছে; উল্লেখ করেছে যে নির্মাণ ক্ষেত্রের বৃদ্ধি কেবল প্রান্তিক ছিল এবং ২ মে ২০১৩ তারিখে মূল ইসিতে একটি সংশোধনী জারি করেছে; এবং

(vii) আপীলকারীকে এক কোটি টাকা জরিমানা করার কোনও ভিত্তি এনজিটির ছিল না।

১১) উপরের জমা দেওয়ার সাথে যুক্ত হয়ে, প্রথম উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী আদিত্য প্রতাপ জমা দিয়েছেন যেঃ

(i) ই.আই.এ বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ২ এর প্রকরণ (ii) এবং অনুচ্ছেদ ৭(ii) এর অধীনে, "সীমার" বাইরে যেকোনো সম্প্রসারণের জন্য নতুন ই.সি. প্রয়োজন।

আপিলকারীর প্রকল্পটি ২০,০০০ বর্গ মিটারের প্রান্তিক সীমা অতিক্রম করেছে এবং ৮,০৮৫.৭১ বর্গ মিটারের দ্বিতীয় বৃদ্ধি একটি 'প্রান্তিক সীমার বাইরে সম্প্রসারণ' গঠন করেছে এবং তাই একটি নতুন ইসি প্রয়োজন;

(ii) একবার কোনও প্রকল্প ই. আই. এ প্রজ্ঞাপনের তফসিলে নির্ধারিত নিম্ন সীমা লঙ্ঘন করলে, যে কোনও সম্প্রসারণ বা আধুনিকীকরণের জন্য, এমনকি তফসিলে নির্ধারিত উপরের সীমার মধ্যেও, একটি নতুন ফর্ম জমা দিতে হবে এবং বিষয়টি বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন কমিটি বা এস. ই. এ. সি-এর সামনে রাখতে হবে, যা ই. আই. এ প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ ৭ (ii) অনুসারে প্রযোজ্য;

(iii) ২য় অনুচ্ছেদের প্রকরণ (ii) সম্পর্কে আপিলকারীর ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে সামগ্রিকভাবে ই. আই. এ প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। এটি প্রকল্পের প্রবক্তাদের ক্রমবর্ধমানভাবে নির্মাণ এলাকা বাড়ানোর অনুমতি দেবে এবং সময়ের সাথে সাথে নতুন ইসি না চেয়ে প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাবকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করবে;

(iv) যদি আইন একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কোনও কাজ করার নির্দেশ দেয়, তবে তা অবশ্যই সেই পদ্ধতিতে করা উচিত এবং অন্য কোনও পদ্ধতিতে নয়। ই. আই. এ প্রজ্ঞাপনের ৭ (ii) অনুচ্ছেদের অধীনে, মূল্যায়ন ও সুপারিশের জন্য এস. ই. এ. সি-এর সামনে বিষয়টি রাখা এস. ই. আই. এ. এ-র দায়িত্ব ছিল; এবং

(v) ই. আই. এ বিজ্ঞপ্তি হল সতর্কতামূলক নীতির একটি কার্যকারিতা, যা ভারতের পরিবেশ আইনের একটি অংশ। ই. আই. এ বিজ্ঞপ্তি অবশ্যই এমনভাবে পড়তে হবে যা সতর্কতামূলক নীতিকে কার্যকর করে।

২ এবং ৭ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা

১২)এই বিরোধের পক্ষগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় বিরোধ হল ই.আই.এ. বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ২ এবং ৭ কীভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। ই.আই.এ. বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ২ এর প্রকরণ (ii) এ বলা হয়েছে যে "সম্প্রসারণের" ক্ষেত্রে নির্মাণ শুরু করার আগে একজন প্রকল্প প্রস্তাবককে একটি ই.সি প্রয়োজন হবে। প্রকরণ (ii) এ "সম্প্রসারণ...সংশ্লিষ্ট খাতের জন্য নির্দিষ্ট সীমার বাইরে" বাক্যাংশটি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রথম উত্তরদাতা এই নির্মাণের উপর জোর দিতে চেয়েছিলেন যে তফসিলে নির্ধারিত নিম্ন সীমার বাইরে যে কোনও সম্প্রসারণ ২ অনুচ্ছেদের অধীনে পূর্ববর্তী ইসির প্রয়োজনীয়তা আকর্ষণ করবে। তবে, (ii) প্রকরণের উপরের ভাষাটি" সম্প্রসারণ বা সংশোধনের পরে তফসিলে প্রদত্ত সীমা অতিক্রম করে এমন প্রকল্প বা ক্রিয়াকলাপ "বাক্যাংশ দ্বারা আরও যোগ্য।" (ii) প্রকরণের দ্বিতীয়ার্ধের একটি সরল পাঠ ইঙ্গিত দেবে যে এটি এমন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে কোনও প্রকল্প প্রাথমিকভাবে তফসিলে নির্ধারিত সীমা সীমার নিচে ছিল কিন্তু প্রস্তাবিত সম্প্রসারণের পরে, সীমা সীমা লঙ্ঘন করবে।সুতরাং, ই. আই. এ প্রজ্ঞাপনের ২য় অনুচ্ছেদের প্রকরণ (২) এমন কোনও বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে বলে মনে হবে না যেখানে কোনও প্রকল্প ইতিমধ্যে তফসিলে নির্ধারিত নিম্ন সীমা অতিক্রম করেছে এবং সম্প্রসারণ তফসিলে নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করে না।

১৩)তবে, অনুচ্ছেদ ২-এর প্রকরণ (ii) অবশ্যই ই. আই. এ বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ৭ (ii)-এর সঙ্গে পড়তে হবে। অনুচ্ছেদ ৭ (ii) সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কোনও প্রকল্পের প্রবক্তার দ্বারা অনুসরণ করার সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণ করে। অনুচ্ছেদ ৭ (ii)-এর ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। প্রথমত, এটি এই বাক্যাংশটি ব্যবহার করে, "যে ক্ষমতার জন্য পূর্ববর্তী পরিবেশ ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে তার বাইরে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সম্প্রসারণ"। দ্বিতীয়ত, "সম্প্রসারণের পরে" সীমা লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করা যোগ্য ভাষাটি অনুপস্থিত।ইসি মঞ্জুর হওয়ার পরেও একটি "সম্প্রসারণ" ঘটতে পারে যখন প্রকল্পটি প্রথম থ্রেশহোল্ডে নির্ধারিত নিম্ন সীমা অতিক্রম করে এবং সম্প্রসারণের পরে প্রকল্পের জন্য উপরের সীমা লঙ্ঘন করার প্রয়োজন হয় না। অতএব, ৭ (ii) অনুচ্ছেদের একটি ঘনিষ্ঠ পাঠ প্রথম উত্তরদাতার দ্বারা উপস্থাপিত ব্যাখ্যাকে সমর্থন করবে-যে ইসি পাওয়ার পরেও যদি প্রকল্পটি পূর্ববর্তী ইসি প্রাপ্ত সীমার বাইরে প্রসারিত হয়, তবে একটি নতুন আবেদন করতে হবে, এমনকি যদি সম্প্রসারণ তফসিলে নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকে।

১৪)প্রথম উত্তরদাতার জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা কার্যকরভাবে বর্ণিত বিপদগুলি বাস্তব। যদি অনুচ্ছেদ ২-এর প্রকরণ (ii) এমন কোনও বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত না করে যেখানে সম্প্রসারণ তফসিল দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকে, তবে কোনও প্রকল্পের প্রবক্তা সময়ের সাথে সাথে প্রকল্পের এলাকার আকার বৃদ্ধি করতে পারে যার ফলে সম্প্রসারণের ফলে পরিবেশগত প্রভাবের মূল্যায়ন না করে প্রকল্পের আকারে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হতে পারে। এই ধরনের ফলাফল ই.আই.এ. বিজ্ঞপ্তির সম্পূর্ণ পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেবে, যার লক্ষ্য হল যে কোনও নতুন বা অতিরিক্ত পরিবেশগত প্রভাব প্রাসঙ্গিক নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ দ্বারা মূল্যায়ন এবং প্রত্যয়িত করা নিশ্চিত করা।

বর্তমান ক্ষেত্রে, তফসিলের এন্ট্রি ৮(ক) এর নিম্ন সীমা হল ২০,০০০ বর্গমিটারের একটি নির্মিত এলাকা এবং উপরের সীমা হল ১,৫০,০০০ বর্গমিটার। এতে সন্দেহ নেই যে ১,৫০,০০০ বর্গ মিটার নির্মাণের পরিবেশগত প্রভাব ২০,০০০ বর্গ মিটার নির্মাণের তুলনায় ব্যাপকভাবে বেশি। যদি আপিলকারীর যুক্তি সামগ্রিকভাবে গৃহীত হয়, তবে কোনও প্রকল্পের প্রবক্তা ২০,০০০ বর্গ মিটার নির্মাণের জন্য একটি ইসি নিশ্চিত করতে পারেন এবং' সংশোধনী 'দ্বারা একটি আপডেট ফর্ম ১ জমা না দিয়ে বা এসইএসি দ্বারা কোনও মূল পর্যালোচনা জমা না দিয়ে নির্মাণের এলাকা ক্রমাগত ১,৫০,০০০ বর্গ মিটার পর্যন্ত বাড়িয়ে তুলতে পারেন।

১৫)আমরা লক্ষ্য করছি যে ২০০৬ সালে ই. আই. এ বিজ্ঞপ্তি জমা দেওয়ার পরে, ১৯শে জানুয়ারি একটি খসড়া বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল ২০০৯[৭] খসড়া প্রজ্ঞাপনে নিম্নলিখিত সংশোধনীর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিলঃ

"অনুচ্ছেদ ২-এ [ই. আই. এ বিজ্ঞপ্তির], উপ-অনুচ্ছেদ (iii)-এর পরে, নিম্নলিখিতগুলি সন্নিবেশ করা হবে; যথাঃ

তবে দূষণের বোঝা বৃদ্ধি না করে আধুনিকীকরণ বা সম্প্রসারণের প্রস্তাবগুলি এবং, বা কোনও অতিরিক্ত জল এবং বা জমির প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই এই বিজ্ঞপ্তির বিধানগুলি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছেঃ

শর্ত থাকে যে, একটি স্ব-শংসাপত্র, যা উল্লেখ করে যে প্রস্তাবগুলিতে কোনও অতিরিক্ত দূষণের বোঝা, বর্জ্য উৎপাদন বা জলের প্রয়োজনীয়তা জড়িত থাকবে না, প্রকল্পের প্রবক্তা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেবেন।\

খসড়া বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের আগে, শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন অংশীদারদের কাছ থেকে লিখিত মন্তব্য চাওয়া হয়েছিল যার মধ্যে রয়েছে (১) কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও বিভাগ, (২) রাজ্য সরকার এবং তাদের সংস্থা, (২) শিল্প ও তাদের সমিতি এবং (৪) এনজিও সহ নাগরিক সমাজ। ভারত সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রক একটি কমিটি গঠন করেছিল যা ২০০৯ সালের অক্টোবরে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। কমিটি বিশেষভাবে উপরোক্ত সংশোধনী গ্রহণের বিরুদ্ধে সুপারিশ করেছিল, উল্লেখ করেঃ

"সংশোধনীগুলি প্রকল্প কর্তৃপক্ষের দ্বারা স্ব-শংসাপত্রের ভিত্তিতে প্রকল্পগুলির আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণকে ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব দেয় যে দূষণের বোঝা কোনও বৃদ্ধি নেই। স্ব-প্রত্যয়নের প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও বা না থাকা সত্ত্বেও,

৭)বিজ্ঞপ্তি এস. ও.১৯৫ (ই) তারিখ ১৯ জানুয়ারী ২০০৯।

পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যবস্থা থেকে প্রকল্পগুলির আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণ বাদ দেওয়া সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য। বেশ কয়েকটি শিল্প গুরুতরভাবে দূষিত অঞ্চলে কাজ করছে বা তাদের পরিবেশগত ছাড়পত্রের শর্ত লঙ্ঘন করছে, যা কোনও প্রকল্প সম্প্রসারণের আগে বিবেচনা করা দরকার। যা বিবেচনা করতে হবে তা কেবল দূষণের বোঝা বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা তা নয়, প্রকল্পের বর্তমান প্রভাব এবং পরিবেশগত ছাড়পত্রের শর্তগুলির সাথে সম্মতিও। আমরা স্পষ্ট উদাহরণ দিতে পারি যেখানে সম্প্রসারণের ছাড়পত্র দেওয়ার সময় ছাড়পত্রের শর্তগুলির অনুপালনের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি যার মধ্যে বিদ্যমান শিল্প ক্রিয়াকলাপে নতুন উপাদান যুক্ত করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।সি এর ফলে বেশ কয়েকটি প্রকল্প তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে এবং প্রসারিত হতে পেরেছে। অবশেষে, শিল্প, তাপবিদ্যুৎ এবং অন্যান্য সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই দূষণের মাপকাঠির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। মহাসড়ক, বিমানবন্দর এবং অন্যান্য পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির মতো উন্নয়ন প্রকল্পগুলি যেগুলি সম্প্রসারণ করতে চায় সেগুলি জমির ব্যবহারের পরিবর্তনের (অর্থাৎ জলাভূমি, তৃণভূমি বা কৃষি জমির উপর নির্মাণ) মতো কারণগুলির কারণে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে। তা সত্ত্বেও, প্রকল্পের প্রবক্তা প্রমাণ করতে পারেন যে, আছে দূষণের লোডে কোনও পরিবর্তন হবে না এবং তাই সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়া হবে। বর্তমান প্রক্রিয়াটি -এর কাছে একটি বিস্তারিত ইআইএ রিপোর্ট চায় যা নির্ধারণ করে যে প্রভাবগুলি হ্রাস করা যেতে পারে কিনা। যদি সংশোধনীটি কার্যকর করা হয়, তবে এটি কেবল পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রক্রিয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপটি সরিয়ে দেবে। অতএব, এই সংশোধনীর অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

খসড়া প্রজ্ঞাপনে আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে একটি অদূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছে। যে কোনও আধুনিকীকরণ/সম্প্রসারণ প্রকল্প অবশ্যই উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবহণ বৃদ্ধি, স্থানীয় পরিকাঠামো ও স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ বৃদ্ধি এবং নির্মাণ পর্যায়ে দূষণের বোঝা বৃদ্ধি করবে। সুতরাং, আধুনিকীকরণ/সম্প্রসারণের ফলে কারখানার পরিচালন পর্যায়ে দূষণের পরিমাণ বা জল বা জমির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি না হলেও, এটি কারখানার বাইরে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব বৃদ্ধি করবে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

ই. আই. এ প্রজ্ঞাপনের পরবর্তী সংশোধনীতে খসড়া সংশোধনী গৃহীত হয়নি। আমরা কমিটির পর্যবেক্ষণে যথেষ্ট যোগ্যতা খুঁজে পাই যে সম্প্রসারণের সময় একটি ইসি-র প্রয়োজনীয়তা পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কমিটির মতে, এটি কর্মকর্তাদের কেবল সম্প্রসারণের ফলে সৃষ্ট কোনও বিরূপ প্রভাব মূল্যায়ন ও প্রশমিত করতে সহায়তা করে না, বরং প্রকল্পের প্রবক্তা তাদের বিদ্যমান বাধ্যবাধকতাগুলি মেনে চলছে কিনা তা মূল্যায়ন করতেও সহায়তা করে। গুরুত্বপূর্ণভাবে, যে কোনও ধরনের সম্প্রসারণ অপরিহার্যভাবে স্থানীয় পরিবেশ এবং অবকাঠামোর উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং একটি সামগ্রিক পদ্ধতিতে যত্ন সহকারে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

১৬)যে ক্ষেত্রে বিধানগুলির পাঠ্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে এই আদালতকে অবশ্যই এমন একটি ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে যা আইনের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সামগ্রিকভাবে প্রত্যয়িত অনুমোদন। নতুন প্রকল্পগুলিকে সীমাবদ্ধ করার এবং নতুন প্রকল্পগুলির সম্প্রসারণের অভিপ্রায় নিয়ে ইআইএ বিজ্ঞপ্তি গৃহীত হয়েছিল যতক্ষণ না তাদের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন ও বোঝা যায়। এটি বিতর্কিত হতে পারে না যে প্রকল্পের আকার বাড়ার সাথে সাথে প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাবের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়।এই আদালত ই. আই. এ প্রজ্ঞাপনের এমন কোনও ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারে না যা কোনও প্রকল্পের প্রস্তাবকদের বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন কমিটি বা এস. ই. এ. সি-র কোনও তদারকি ছাড়াই কোনও প্রকল্পের নির্মাণ এলাকা বাড়ানোর অনুমতি দেবে, যা প্রযোজ্য। এটি সত্য যে এমন কিছু পরিস্থিতি থাকতে পারে যেখানে কোনও প্রকল্পের প্রস্তাবকের দ্বারা চাওয়া সম্প্রসারণ সত্যিই প্রান্তিক বা এই ধরনের সম্প্রসারণের পরিবেশগত প্রভাব নেই। যাইহোক, এই আদালতের পক্ষে 'প্রান্তিক' বৃদ্ধি কী গঠন করে এবং বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন কমিটির দ্বারা নতুন ফর্ম এবং তদন্তের নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য উপাদান বৃদ্ধি কী গঠন করে সে সম্পর্কে একটি উজ্জ্বল-লাইন পরীক্ষা নির্ধারণ করা উচিত নয়। যদি সরকার তার প্রজ্ঞায় নির্ধারণ করে যে এককালীন 'প্রান্তিক' বৃদ্ধি (যেমন ৫ শতাংশ বা ১০ শতাংশ) 'এন প্রকল্পের আকার, তফসিলে নির্ধারিত সীমা সীমার মধ্যে, পরিবেশ সুরক্ষার জরুরি প্রয়োজনকে হ্রাস না করে নিম্নমানের তদন্তের সাপেক্ষে হতে পারে, অনুমানযোগ্যভাবে এই আদালত এই ধরনের বিধানকে কার্যকর করতে পারে। এটি সতর্কতামূলক নীতি লঙ্ঘনের ভিত্তিতে যে কোনও বিরোধিতার সাপেক্ষে হবে। তবে, বর্তমানে ই.আই.এ. বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, তফসিল দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সম্প্রসারণ অনুচ্ছেদ ৭(ii) এ বর্ণিত পদ্ধতির সাপেক্ষে হবে।

১৭)দ্বিতীয় বৃদ্ধির সময়, আপিলকারীর প্রকল্পের মোট নির্মাণ এলাকা ৩২,৩৯৫.১৭ বর্গ মিটার থেকে বাড়িয়ে ৪০,৪৮০.৮৮ বর্গ মিটার করা হয়েছিল। সম্প্রসারণের ফলস্বরূপ, আপিলকারী ষোলটি অতিরিক্ত ফ্ল্যাট নির্মাণ করেছিলেন যা প্রচলিত বাজার দরে বিক্রি হয়েছিল। আপিলকারী ইআইএ বিজ্ঞপ্তির ৭ (ii) অনুচ্ছেদের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতিটি মেনে চলেন না বরং ইসিতে একটি 'সংশোধনী' চেয়েছিলেন। তৃতীয় উত্তরদাতার আবেদনকারীকে একটি আপডেট ফর্ম ১ জমা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না এবং চতুর্থ উত্তরদাতার দ্বারা প্রস্তাবটি প্রক্রিয়া ও মূল্যায়ন করা হয়নি।২০১৪ সালের ১৩ই মার্চ ইসির 'সংশোধনী'-তে নির্মাণ এলাকা বৃদ্ধির সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়নি, বরং শুধুমাত্র নথিভুক্ত করা হয়েছে যে নির্মাণ এলাকা এখন ৪০,৪৮০.৮৮ বর্গ মিটার। ইআইএ বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ৭ (ii)-এর অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতিটি বিদ্যমান যাতে নিশ্চিত করা যায় যে যেখানে কোনও প্রকল্পের আকার বাড়ানো হয়, সেখানে আশেপাশের এলাকায় পরিবেশগত প্রভাব বায়ু ও জলের প্রাপ্যতা এবং দূষণ, 'কঠিন ও ভেজা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং এলাকার শহুরে বহন ক্ষমতা সহ সমস্ত প্রাসঙ্গিক কারণ বিবেচনা করে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়। আপীলকারীর প্রকল্পের ক্ষেত্রে এটি করা হয়নি।ই. আই. এ প্রজ্ঞাপনের ৭ (ii) অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ না করে তৃতীয় উত্তরদাতার পক্ষে নির্বাচন কমিশনকে 'সংশোধনী' দেওয়ার অনুমতি ছিল না।

১৮)আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে, বিতর্কিত আদেশের তারিখে প্রকল্পস্থলে নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। ই. আই. এ প্রজ্ঞাপনের পুরো পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত একটি মূল নীতি হল যে, কোনও প্রকল্পের প্রকৃত পরিবেশগত প্রভাব বোঝার জন্য পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সংকলিত না হওয়া পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা উচিত নয়। প্রকল্প নির্মাণ সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে, আপীলকারী তৃতীয় এবং চতুর্থ উত্তরদাতাকে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করার এবং কোনও পরিবেশগত ক্ষতি হ্রাস করার পদ্ধতির পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা অস্বীকার করেছেন। এই পর্যায়ে, শুধুমাত্র প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।এন. জি. টি ইতিমধ্যেই আবেদনকারীকে এক কোটি টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে এবং আপীলকারীর প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এবং প্রতিকারমূলক পদক্ষেপের পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা এন.জি.টি.-এর নির্দেশাবলী বহাল রাখছি এবং কমিটিকে নির্দেশ দিচ্ছি যে আপিলকারীর প্রকল্পের মূল্যায়ন অব্যাহত রাখবে যাতে পরিবেশগত প্রভাব যতটা সম্ভব ২রা মে

২০১৩ তারিখের ই.সি.-তে বিবেচনা করা হয়েছে তার কাছাকাছি আনা যায় এবং আপিলকারীর উপর ক্ষতিপূরণমূলক আরোপ করার পরামর্শও দেওয়া হয়।

১৯)আপিল খারিজ করা হয়। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

২০)মুলতুবি থাকা আবেদন (গুলি), যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

দেবিকা গুজরাল আপিল খারিজ করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen